শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
For Private Circulation Only

ECHOES
INDIA

মার্চ ২০১৩ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

# গুরুদেবের বিষয়ে

## জানুয়ারী ২০১৩

গুরুদেব গায়েত্রীতেই ছিলেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি নিয়ম পালন করেছেন। প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলায় সৎসঙ্গ। কখনো গুরুদেব নিজে কখনো প্রশিক্ষকের মাধ্যমে তা পরিচালনা করেন।

৪ জানুয়ারী রাত ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত গুরুদেব সিনেমা দেখেন। তাঁর ঘুমতে যাবার কোনও মানসিকতাই ছিল না। কারণ, পরে সকলে বুঝতে পারলো রাত ১২.৩০ মিনিটে নাতনি মাধুরী U.K তে পৌঁছালে, তার সঙ্গে কথা বলে তারপর শুতে যান।

গুরুদেব আবার তাঁর ই-মেইল দেখা শুরু করেছেন । একটা সময় ছিল যখন তিনি প্রায় দিনে দু ঘন্টা মেইল দেখতেন। BBC-র নামকরা তথ্যচিত্র '60 Years in the Wild' খুব উৎফুল্লের সঙ্গে তিনি উপভোগ করেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় নারী-পুরুষের একসঙ্গে থাকার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। বিশেষ করে অবিবাহিত নারী-পুরুষ অথচ তাদের সন্তান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল না – এই প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, এ অনেকটা ফল কেনার আগেই খাওয়ার মত ব্যাপার। আজকাল ভারতেও এই রীতি পালন হতে শুরু করেছে।

৯ জানুয়ারী, বুধবার, গুরুদেব আশ্রমে সকাল ন'টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য ও কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করানোর জন্য আসার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শরীর ভালো না থাকায় ভ্রা: কমলেশ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বিবাহ সম্পন্ন করান।

গুরুদেব সিরিয়াল 'চানক্য' দেখার সময় বলছিলেন, তিনি চানক্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না, তবে মনে হল এই পুরো বিষয়টার পিছনে একধরণের প্রতিশোধপরায়ণতা কাজ করছিল, যদিও তিনি রাজনীতিতে সুনিপুন ও দক্ষ ছিলেন। গুরুদেব বলেন, প্রতিশোধের মানসিকতা থাকা ঠিক নয়।

## ১৪ জানুয়ারী, পোঙ্গাল

গুরুদেব অনেক সকালে তৈরী হয়ে গায়েত্রীর বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কুয়াশা ঘন শীতের আবহাওয়া লক্ষ্য করে তিনি বলেন, এই হল চেন্নাইতে শীত শেষ হওয়ার সময়। গুরুদেব আশ্রমে এসে হঠাৎ নতুন অডিও ভিডিও ও IT- র ব্যবস্থাপনা দেখতে যান। তিনি একটা ভাষণ রেকর্ড করেন, যা সৎসঙ্গের পর ধ্যান কক্ষে শোনানো হয়।

গুরুদেব ১ ঘন্টা ১০ মিনিটের দীর্ঘ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পুরো সময় একেবারে ডুবে যাওয়ার মত ছিল এবং সবশেষে গুরুদেবের উজ্জ্বল মুখচ্ছবি সকলের নজরে ধরা পড়ে। এরপর গুরুদেব কটেজের মেরামতির কাজ দেখতে যান। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি গায়েত্রী ফিরে যান ।

'গায়েত্রী' – ৫০ বছরে পা দিল। এই উপলক্ষে ঐ দিন সন্ধ্যায় গায়েত্রীতে গনেশ কুমারেশের সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গুরুদেব প্রতিটি গান খুব উপভোগ করেন এবং এ এক তাঁর কাছে স্মরণীয়। একজন যথার্থ গৃহস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ গুরুদেব উপস্থিত সকলকে নৈশভোজ করতে অনুরোধ করেন এবং সবাই চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

গুরুদেব একটা সিনেমা দেখছিলেন, মূলতঃ ইস্তানাবুলে সুটিং করা এবং স্পষ্ট মনে হচ্ছিল গুরুদেব ঐ শহরের উপর কাজ করছিলেন। পরদিন, ইস্তানাবুলের এক দম্পতি এসে তুর্কির মিশনের অগ্রগতির সংবাদ গুরুদেবকে দেন। তাঁরা কিছু ছবি নিয়ে বসেছিলেন। গুরুদেব ছবিগুলো খুব খুঁটিয়ে দেখেন এবং আগের দিন দেখা সিনেমার সঙ্গে কোথাও একটা সাযুজ্য রচনার প্রয়াস করছিলেন।

ত্রিচি যাবার কয়েকদিন আগে, গুরুদেব অনুরোধ করেন যাতে কেউ গায়েত্রীতে না যায়, কারণ সফরে যাবার আগে তাঁর বিশ্রাম নেওয়া অতি জরুরী। তাঁর ত্রিচি সফর সাময়িক ভাবে ছেদ টানা হয় কারণ ইউরোপ থেকে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী মানাপাক্কামে এক আলোচনা চক্রে অংশ নিতে আসেন। আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল 'মিটিং মাস্টার'। রবিবার তিনি আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর আবার সোমবার ঐ আলোচনা চক্রের উদ্ঘাটন করেন। মঙ্গলবার সকালের বিমানে ত্রিচির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

## ত্রিচিতে

গুরুদেবের সফরের সংবাদে ত্রিচিতে খুশীর জোয়ার ওঠে। ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারী ত্রিচি আশ্রমে প্রশিক্ষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়ে ছিল। সবুজ ঘেরা আশ্রম প্রাঙ্গনে দেশ বিদেশ থেকে ৮০ জন অংশগ্রহনকারী সমবেত হন। ২২ জানুয়ারী গুরুদেব ত্রিচি পৌঁছান। ২৩ জানুয়ারী সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষকদের কাজের বিষয়ে ভাষণ দেন। কি করে সিটিং দিতে হয় সে বিষয়ে সুক্ষ্ম আলোকপাত করেন।

২৬ জানুয়ারী সৎসঙ্গের পর তিনি ভ্রাতৃত্ববোধের উপর বক্তব্য রাখেন এবং ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। ২৭ জানুয়ারী ১৫০০অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

## তান্জাভুরে এক বিশেষ দিন

তান্জাভুরের অভ্যাসীরা ৩৮.৮৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেন। ১২.৫৭ একর তারা মিশনের নামে নিবন্ধিকৃত করেন এবং বাকি জমি অভ্যাসীদের আবাস তৈরীর জন্য নির্ধারিত হয়। অস্থায়ী ধ্যান কক্ষ, গুরুদেবের কটেজ, রান্নাঘর, ছোট মাপের বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষ, শৌচাগার, স্নানাগার ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে। এই কেন্দ্রে আসার জন্য গুরুদেব অনেকদিন ধরে খুব আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

৩০ জানুয়ারী, সকাল ৮.২০ মিনিটে তিনি ত্রিচি থেকে এখানে পৌঁছান। তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তান্জাভুর আশ্রমে পা দিতেই তিনি তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি ও পূর্বপুরুষের পারিবারিক ঘটনা রোমন্থন করেন। প্রাতঃ রাশের পর তিনি হেঁটে ধ্যান কক্ষে যান এবং ৫০ মিনিট সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক ভ্রাঃ লিঙ্গুস্বামী তামিল ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই প্রবল মানসিক চাপযুক্ত ছায়াছবির জগতে কি ভাবে সহজমার্গ তাঁকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে সে কথা তুলে ধরেন।

এরপর গুরুদেব তামিলে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমার অসুস্থতা বাবুজী মহারাজের আশীর্বাদকে তাঁর রোজ পাঠানো বার্তার (Whispers from the Brighter

World ) মাধ্যমে আমাদের সকলকে উপকৃত করেছে।

কটেজ থেকে ধ্যানকক্ষ পর্যন্ত হেঁটে যাতায়াতের হঠাৎ সিদ্ধান্তে গুরুদেব সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। বিশ্রাম নেবার পরিবর্তে তিনি বাইরে বসে অভ্যাসীদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘন্টা কথাবার্তা বলেন। সেই আগের মত তিনি সকলের প্রশ্ন শোনেন, জবাব দেন, কিছু তরুণীর গান শোনেন, অভ্যাসীদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেন। এইভাবে অনেকটা সময় কেটে গেলে অভ্যাসীরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করে।

সেখানে থাকাকালীন গুরুদেব জমির নক্শা দেখে ধ্যানকক্ষ কোথায় হবে সেই স্থান চিহ্নিত করেন। তাঁর পরিদর্শনের আনন্দমুখর বাতাবরণ সকল অভ্যাসীকে প্রভাবিত করে।

## ২ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৩

লালাজী মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনার জন্য গুরুদেব আশ্রমে আসেন। ধ্যান কক্ষে প্রবেশের পথে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব দুটি বিবাহ সম্পন্ন করান। ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণা হুইস্পার থেকে একটি বার্তা ইংরেজীতে পড়ে শোনান, পরে তা রাশিয়ান ও ফরাসী ভাষায় পড়ে শোনানো হয়। গুরুদেব বলেন এই বার্তা যে কেউ পেতে পারে যদি সে বার্তা প্রেরকের কম্পনের সমধর্মী হয়, এবং বার্তা হৃদয়ের ভাষায় গৃহীত হয়। বার্তায় আমাদের গুরুদেবের জন্মদিনের গুরুত্ব ও অভ্যাসীদের উপর তার প্রভাব কি সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

'রিয়ালিটি অ্যাট্ ডন'–এর প্রথম অডিও CD গুরুদেব প্রকাশ করেন এবং তারপর জানকী ফার্মে ফিরে যান।

কটেজে ফিরে গিয়ে গুরুদেব বলেন, "আজকের সৎসঙ্গ সিটিং খুব বিশেষ মানের ছিল।" একথা বলার সময় তাঁর মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

সন্ধ্যায় ভ্রাঃ কমলেশ সব বিদেশী অভ্যাসীদের জানকী ফার্মে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। ঐদিন ভ্রাঃ শশাঙ্কের বাঁশরী বাদন পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০জন অভ্যাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্লান্ত থাকার দরুন গুরুদেব কটেজে বসেই নব্বই মিনিটের অভূতপূর্ব বাঁশরী বাদন উপভোগ করেন। গুরুদেব শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছু কথাবার্তা বলেন।

৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার। গুরুদেব বেশ ক্লান্ত ছিলেন। তাই স্বল্প সময়ের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বলেন যে, আজ আর কোন ভাষণ দিতে পারবেন না। যখন তাঁকে বলা হল যে, ইউরোপীয়ান অভ্যাসীরা মানাপাক্কাম থেকে একদিনের জন্য এসেছেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করেন এবং অনেকেই অশ্রুবিগলীত হয়ে যান। তারা যাতে ঠিক সময়ে ফিরে যেতে পারে সে ব্যাপারে গুরুদেব বরাবরই খুব সজাগ।

গুরুদেবের স্বাস্থ্য আবার কতক খারাপের দিকে। সন্ধ্যাবেলা চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। ব্যথা বেদনাকে একজনের উচিত হাসি মুখে গ্রহণ করা –এ কথা তিনি আবার উল্লেখ করেন।

সপ্তাহের শেষে ত্রিচি আশ্রম একেবারে খালি হয়ে যায়। প্রায় ৪০ জন রাশিয়ান অভ্যাসী এসেছিলেন।

গুরুদেব তাদের কটেজে ডেকে এনে সিটিং দেন ও কিছু সময় কাটান। গুরুদেব যখন রোদে বসেছিলেন তখন চিন ও তুর্কি থেকে আসা কিছু অভ্যাসী তাঁর পাশে এসে বসেন। সূর্য যখন প্রখর তখন গুরুদেব বারান্দায় রাখা দোলনায় বসেছিলেন। অধিক সময় যাবৎ বসে থাকা, সিটিং দেওয়া ও আলাপচারিতার দরুন গুরুদেবকে কতক ক্লান্ত

দেখাচ্ছিল। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বাবুজীর প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে শুরু করলে হঠাৎ একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর পাশে উপস্থিত সকলের কছে এ ছিল এক দুর্লভ মুহূর্ত। তার কিছু এখানে তুলে ধরা হল।

'ঈশ্বর আমাদের একটি উপহার দেন আর সেইসঙ্গে কতক সমস্যাও দিয়ে দেন। আমাদের উচিত তার ঐ উপহারকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা।'

'উন্নত মানের চরিত্র হল আগে থেকে সে কিছু ভাবে না। সে শুধু বর্তমানের কাজ করে যায়। একমাত্র শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরাই অগে থেকে চিন্তা করে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে।'

সন্ধ্যার দিকে গুরুদেবের ব্যথা খুব বেড়ে যায় এবং কতক চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। নৈশভোজের পর ইউরোপের কিছু অভ্যাসী যারা ফিরে যাবার জন্য তৈরী, গুরুদেব তাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর উপস্থিতিতে একেবারে অশ্রু বিগলিত হয়ে যায়। একজন বয়স্কা ভগিনী বলে, তার নাতনি গুরুদেবকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। শুনে গুরুদেব তার নাতনিকে একটা উপহার পাঠিয়ে দেন। ঐ ভগিনী অশ্রুনয়নে একেবারে আপ্লুত হয়ে যায়। এ হেন প্রেম, দয়া এবং ভদ্রতা গুরুদেবের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যেকের শেখা উচিত।

গুরুদেবের শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় একদিন আগেই তাঁকে চেন্নাই চলে আসতে হয়। গুরুদেব সকাল ১১ টায় সড়কযোগে ত্রিচি থেকে রওনা হন এবং মাঝপথে ভিল্লুপুরমে কিছু সময় থামেন।

ভি ল্লুপুরমে অভ্যাসীদের আগে থেকেই গুরুদেবের পরিকল্পনা জানানো ছিল, তাই তার গুরুদেবকে স্বাগত জানানোর সব আয়োজন করে। গুরুদেব ১২–৩০ মিনিটে সেখানে পৌঁছান। তিনি আধঘন্টা সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি মধ্যাহ্নভোজ করেন। তিনি ঐ আশ্রমের নাম দেন 'তপো–নিধি'। বিকাল তিনটা নাগাদ গুরুদেব চেন্নাই রওনা হন। চেন্নাই পৌঁছে তিনি সরাসরি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিশ্রাম নিতে চলে যান, কারণ তাঁর সফর ছিল বেশ ক্লান্তিকর।

একদিন বিকালে গুরুদেব ইউরোপের কিছু তরুণ অভ্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ সহজ মার্গে রয়েছে। তিনি তাদের প্রত্যেককে একটা করে আপেল দেন এবং বলেন, বাবুজী একবার তাঁকে উপোস করতে বলেন এবং তারপর একটা আপেল দেন। গুরুদেব একটা চাকু খুঁজছিলেন। বাবুজী জিজ্ঞাসা করলেন চাকু দিয়ে কি হবে। উত্তরে গুরুদেব বলেন, তাহলে কেটে সকলকে ভাগ করে দেওয়া যাবে। শুনে বাবুজী বলেন, 'প্রত্যেককে কিভাবে দিতে হয় তা আমি জানি। আমি তোমায় এটা দিয়েছি পুরোটা তোমার খাওয়ার জন্য।' এইভাবে গুরুদেব সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে আপেলটা প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে নিজেদের খাওয়ার জন্য, অপরকে ভাগ করে দেবার জন্য নয়।

## রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার আলোচনাচক্র

গত তিন বছর রাশিয়ান অভ্যাসীরা ভারতে আসছে। রাশিয়া থেকে ৭৫০ জন ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১৫০ জন অভ্যাসী মানাপাক্কামে আসে। ৯ ফেব্রুয়ারী আলোচনাচক্রের প্রথম দিন গুরুদেব কটেজের মেরামতির কাজ দেখতে গিয়ে ধুলায় আক্রান্ত হন। তাই তিনি অভ্যাসীদের ধ্যানকক্ষ থেকে ডর্ম এ তে আসতে অনুরোধ করেন এবং সেখানে স্বল্প সময়ের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি সোজা গায়েত্রীতে চলে যান।

আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল 'প্রেম ও সমর্পণ'। নানারকম কাজকর্মে যুক্ত না হয়ে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মার্জিত থাকা ও পরিশোধন আনার ব্যাপারে সকলে নিয়োজিত হয়। গুরুদেবের প্রেমের আচ্ছাদনে আশ্রম যেন আবৃত ছিল। গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সকলকে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং কিভাবে সেই দিশায় নিজেকে চালিত করা যায় সে বিষয়ে মনন করতে বলা হয়।

ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল, এ.পি. দুরাই, সি. রাজগোপালন, পি.আর.কৃষ্ণা, বিল ওয়াকট, সমীর সিং এবং এন. এস.নাগরাজ এই আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন।

তাঁদের বক্তব্যের বিষয়গুলি হল : প্রেম ও সমর্পণ, দিব্যতার মূলতত্ত্ব, জীবনে সেবা, সহজ মার্গের চেতনা এবং আমার জীবনে সহজ মার্গ। প্রত্যেকদিন বিকালে ফেসিলিটেটররা দলগত অধিবেশনের আয়োজন করে ও আলোচিত বিষয়ের উপর মনন করতে বলেন এবং পরে তাদের বক্তব্য শোনা হয়।

দুই দেশের অংশগ্রহণকারীরা খুব দ্রুত মিলিত হয়ে যায়। ফলে এক

যৌথ সাংস্কৃতিক যোজনা রুপ পরিগ্রহ করে।

১৭ ফেব্রুয়ারী – আলোচনা চক্রের শেষ দিনে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সব অভ্যাসীদের মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করেন। এ ছিল তাঁর এক বিশেষ উপহার। গুরুদেবকে তারা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। অনুষ্ঠানটি ছিল রাশিয়ার লোকনৃত্য এবং নানাভাষার মিশ্রণে সংগীত পরিবেশন। গুরুদেব আবার বলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড এক সীমাহীন প্রারম্ভ। তিনি সাম্প্রতিক কালের হুইস্পার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কিছু সহজ মার্গ অভ্যাসী ইতিমধ্যে তাদের জীবদ্দশায় পরম লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ এক আশার আলো যে, প্রেম ও সমর্পণের মত ঐশী গুণের সহায়তায় ঐ একই সুযোগ আমরা লাভ করতে পারি।

গুরুদেব প্রশিক্ষক তৈরীর কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। আলোচনা চক্র চলতে থাকার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীও চালু ছিল। যার ফল স্বরূপ প্রায় ৩৬ জন প্রশিক্ষক গুরুদেবকে তৈরী করতে হয় এবং দু– সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁকে এই কাজ শেষ করতে হয়। একদিনে তিনটি করে প্রশিক্ষকের সিটিং তিনি দেন, যার ফলে তাঁর শরীরের উপর প্রভূত পরিমাণে চাপ পড়ে।

## ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার , ২০১৩ , বসন্ত পঞ্চমী

গুরুদেবকে সকালে কতক ক্লান্ত দেখালেও সময়ের আগেই তিনি তৈরী হয়ে যান। তিনি সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তারপরই অঘোরে বৃষ্টি নামে। এই পূণ্যলগ্নের পরিসরে তিনি ভাষণ দেন এবং প্রত্যেককে লালাজী মহারাজের এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, যখন সৎসঙ্গ শুরু হয় তখনও আমরা জানতাম না যে, বৃষ্টি হবে, কিন্তু হল। এ হেন বিশেষ দিনে বৃষ্টি হওয়া শুভ সূচনা।

এরপর গুরুদেব গার্ডেন অব্ হার্টসে ভ্রাঃ সংবীরের ফ্ল্যাটের উদ্ঘাটন করেন এবং রবিবার পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তিনি সিটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর গলা খারাপ ছিল এবং শারীরিকভাবে দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাজ থেমে থাকেনি। রবিবার গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তা প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট পর্যন্ত চলে।

এরপর তিনি বেসমেন্ট কক্ষে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যাসী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকরীদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ করেন এবং ভ্রাতা সংবীরের বাড়িতে ফিরে যান। ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও গুরুদেব লাগাতার সিটিং দিয়ে যান এবং অন্যান্য কাজকর্মও সম্পন্ন করেন। একজন অভ্যাসী প্রশ্ন করেন যে, তিনি নিজেকে এত চাপের মধ্যে রাখছেন কেন। উত্তরে গুরুদেব বলেন. যখন আমার শরীর খারাপ ছিল তখন একরকম, এখন তো আমি ভালো। তাই আমার কর্তব্য পালন করা উচিত, যার মধ্যে প্রশিক্ষকদের সিটিং দেওয়া এক অন্যতম কর্তব্য।

গুরুদেবের কাজ নিরন্তর চলতে থাকে। এর কোনো শেষ নেই। তিনি যেন সবসময় প্রাণবন্ত ও সুস্বাস্থের অধিকারী হন এই কামনা করি।

## নতুন প্রকাশনা

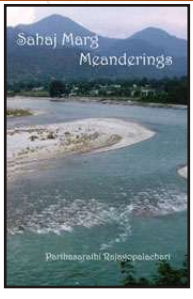


Sahaj Marg Meanderings
English

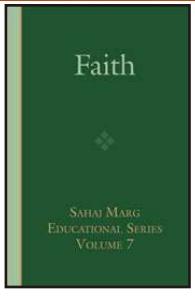


Faith
English

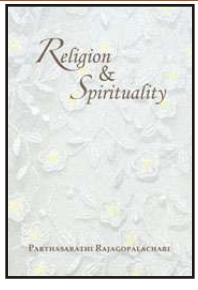


Religion & Spirituality
English

Heart Speak-2006
Hindi

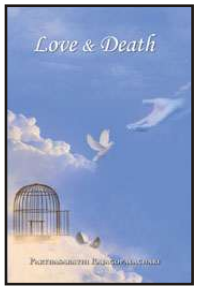


Love & Death
English

Down Memory Lane
Vol-1 Tamil

The Spider's Web
Vol-1 English

Messages Universal
Vol-2 Hindi

Reality at Dawn
Audio Book - English

# পূজ্য লালাজী মহারাজের ১৪০ তম জন্ম বার্ষিকী পালন

## উত্তর

গুরগাঁও ও উত্তর প্রদেশের একাধিক কেন্দ্র যেমন এলাহাবাদ, বালিয়া, কানপুর, লালগঞ্জ, লখ্নৌ, গোলা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কেন্দ্র এই জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে। জোন–১০ এর চণ্ডীগড়, সোনপত, পাতিয়ালা ও ভবানী কেন্দ্রেও এই অনুষ্ঠান পালিত হয় । অনুষ্ঠানের তিন দিনই বহু সংখ্যক অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেছিল।

## পূর্ব

কোলকাতা, শিলিগুড়ি ও খড়গ্পুর আশ্রম উৎসবের আয়োজন করেছিল এবং পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের অভ্যাসীদেরও আমন্ত্রণ জনিয়েছিল। বিভিন্ন ভাষণ, অভ্যাসীদের অন্তর্দর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানে অভ্যাসীদের সহজ মার্গকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটেছিল।

## দক্ষিণ

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নূল ও বিজয়ওয়াড়া কেন্দ্র তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য দলগত আলোচনা, উপস্থাপনা, ক্যুইজ্ ও চলচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল । কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, কোলার, ম্যাঙ্গালোর, চানাপাট্না, গুলবার্গা, হুবলী, বিদার ও রায়চূর কেন্দ্র এই উৎসবের আয়োজন করেছিল। নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে অনেক অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল । দলগত আলোচনা ও বক্তব্য উপস্থাপনা ছাড়াও প্রবন্ধ রচনার জন্য শংসা পত্রও এই অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছিল।

> "সুখ বাইরে কোথাও নেই। এটা আমাদের মনোনিবেশ, মানসিক স্থিরতা ও সমস্ত জাগতিক বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়ার উপর নির্ভর করে। যারা এই রহস্য জানে তাদের সুখের জন্য বাইরে খোঁজের প্রয়োজন হয় না।"
>
> পূজ্য লালাজী মহারাজ

কেরালার ত্রিবান্দ্রম, আলুভা ও পায়ান্নুর কেন্দ্রে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। তামিলনাড়ুর মাদুরাইএ আয়োজিত উৎসবে ২০০ অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেছিল।

## পশ্চিম

পশ্চিম ভারতে গুজরাটের আহ্মেদাবাদ, মহারাষ্ট্রের নাগপুর, সোলাপুর ও মুম্বাই এবং রাজস্থানের আলোয়ার ও যোধপুর কেন্দ্র এই উৎসবের আয়োজন করেছিল।

আলুভা

বিকানির

ম্যাঙ্গালোর

গুলবার্গা

হুব্লি

ভীলওয়াড়া

আহ্মেদাবাদ

চান্নাপাট্না

মুম্বাই

মির্জাপুর

কানপুর

নাগপুর

বিজয়ওয়াড়া

এলাহাবাদ

ফুলগাঁও

কুর্নূল

বারানসী

লখ্নৌ

কোলকাতা

ব্যাঙ্গালোর

# সেমিনার

## আঞ্চলিক সমাবেশ, কোলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী গত ৫ ও ৬ জানুয়ারী কোলকাতা আশ্রমে সমবেত হন। এ হেন সমাবেশে আগত অংশগ্রহণকারীরা আশ্রমের ঐশী বাতাবরণে নিজেদের পরিপুষ্ট করার পূর্ণ সুযোগ পান । এই অঞ্চলে দুটি আশ্রম কোলকাতা এবং শিলিগুড়ি। তৃতীয় আশ্রম গ্যাংটকে আসন্ন প্রায়।

সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ জেসাল মেহেতা ও ভ্রাঃ মহেশ ভরদ্বাজ সহজমার্গের মূলতত্ত্বের উপর আলোকপাত করেন। এরপর ভ্রাঃ শরৎ ঝাওয়ার , ভঃ লীনা দাভে 'ধ্যান' ও 'সাফাই' এর উপর আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর দুর্গাপুরের ভ্রাঃ পরিমল 'প্রার্থনা'র উপর আলোচনা শুরু করেন এবং পরবর্তী বক্তা ভঃ চন্দ্রকান্তা 'ডায়েরী লেখন' এর উপর এক মনোগ্রাহী উপস্থাপনা পেশ করেন।

কোলকাতার প্রায় একশোরও উপর অভ্যাসী রাতে আশ্রমে থেকে যান। পরদিন সকালে সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ ZiC অজয় ভট্টর জীবনের লক্ষ্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই দুদিনের আলোচনা চক্রে অভ্যাসীরা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। গুরুদেবের প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ ও আপ্লুত হওয়ার স্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## প্রকাশনা বিষয়ক কর্মশালা, হুবলী

১৯ ও ২০ জানুয়ারী ব্যাঙ্গালোরের ভ্রাঃ ভেঙ্কট রাও এবং তাঁর দল হুবলী কেন্দ্রে এক কর্মশালার আয়োজন করে। হুবলী, সিরসি, গাদাক, নভ্নগর, কারুর, রানেবেন্নুর, ধারওয়াদ, দাভানগিরি এবং বেলগাম থেকে প্রায় ৪৫ জন অভ্যাসী এই কর্মশালায় যোগ দেয়। ১৯ জানুয়ারী ভ্রাঃ ভেঙ্কট 'সেবা' বিষয়ে বক্তব্য রাখে। এই প্রসঙ্গে গুরুদেবের ভিডিও থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে শোনানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নানা বিষয়ের উপর ছোট নাটিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়। দ্বিতীয় দিনে সহজমার্গের সাহিত্য পাঠের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের সকাল ছ'টায় বই বিক্রির স্টল খুলতে বলা হয়। স্টল খোলা ও বই বিক্রির ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে বেশ উদ্দ্যোগ লক্ষ্যণীয় ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল প্রায় ৪৮০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। বিকাল পাঁচটা'য় সৎসঙ্গ ও মতামত প্রদান অধিবেশনের পর কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

## আভেদনপুরা, উত্তরপ্রদেশ

১৭ ফেব্রুয়ারী আভেদনপুরার এক স্কুলে ১৫০ জনের এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় অভ্যাসী সকলেই ছিলেন। ভ্রাঃ সুভাষচন্দ্র পুরো অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করেন।

ভ্রাঃ আর. এস. ইন্দোলিয়া সহজমার্গের পরিচিতি করিয়ে দিয়ে মানবের ক্রমবিকাশে ধ্যানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ভ্রাঃ জি. এস. গিল আধুনিক জীবনে সহজমার্গের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ধ্যানের মাধ্যমে আমরা একাগ্রতায় পৌঁছাতে পারি, কিন্তু ধ্যানের উদ্দেশ্য একাগ্রতা অর্জন নয়।

ভঃ উষা গিল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে ভাষণ দেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেন । শ্রোতারা সহজমার্গ দর্শনের উপর নানা বই সংগ্রহ করে ও সমাবেশের শেষে মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করে।

# প্রবন্ধ রচনার শংসাপত্র বিতরণ

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রবন্ধ রচনার বিজেতাদের মধ্যে শংসাপত্র বিতরণ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রাঃ এন. প্রকাশ, ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও, ZiC ও CiC ভ্রাঃ এস. রবি. সুব্বিয়ান তিরুপ্পুরের চেট্টিপালায়াম আশ্রমে গত ৩ ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ করেন।

গুলবার্গা ও হুবলীতে যথাক্রমে ৩ ফেব্রুয়ারী ও ১০ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ধারওয়াদ জেলার DDPI শ্রী বর্ধন হুবলীতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন । বেলারীতে ASM উইমেনস্ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ থিজাস মূর্তি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিদার ও রাইচূড়ে ৩ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কর্ণাটক দক্ষিণ অঞ্চলের অনুষ্ঠান ব্যাঙ্গালোরে ডঃ সীতা কুঞ্চিদাপাদমের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

তামিলনাড়ু উত্তর অঞ্চলের অনুষ্ঠান ত্রিচিতে অনুষ্ঠিত হয়। আত্মা হস্পিটাল ও রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড এর সভাপতি ডঃ কে. রামকৃষ্ণান প্রধাণ অতিথির আসন অলংকৃত করেন । মোরাদাবাদে ১৭ ফেব্রুয়ারী শংসাপত্র বিতরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুম্বাই ও নাসিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠান পানভিল বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের অধিকর্তা ডঃ কবিতা গুপ্ত (IAS) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । ভ্রাঃ সঞ্জয় ভাটিয়া ও ভঃ অনুরাধা সম্মানীয় অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

কোলকাতায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কোলকাতা ও মুম্বাই এর প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী বিজেতাদের পুরস্কার প্রদান করেন। ভ্রাঃ অজয় ভট্টর বলেন, এ হেন কর্মসূচী থেকে ছাত্রদের উচিত উপযুক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করা যা তাদের জীবন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে এবং তখনই এই উদ্যোগের সফলতা সূচিত হবে।

২৭ জানুয়ারী সিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও গ্যাংটক থেকে অভ্যাসীরা সিলিগুড়িতে সমবেত হন । জ্ঞানজ্যোতি কলেজের অধ্যক্ষ এবং UNESCOর পরামর্শদাতা অধ্যাপক জয়রাম সুরেশ সম্মানীয় অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

চণ্ডীগড়

গোপিচেট্টিপালয়ম

মুম্বাই


তিরুপ্পুর


গুলবার্গা


তুতিকোরিণ

ত্রিচি


শিলিগুড়ি

বেলারী

কোলকাতা

মোরাদাবাদ

গুরগাঁও

## কুর্নূল আশ্রমের জমি নিবন্ধিকরণ

২৭ ডিসেম্বর মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই জমি নিবন্ধিকরণের জন্য কুর্নূল পৌঁছান। ১০ একর জমিতে আশ্রম ও ৩০ একর জমিতে অভ্যাসীদের আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সৎসঙ্গের পর তিনি কুর্নূল থেকে ১৩ কিমি দূরে বাস্তিপাদু গ্রামে যান। 'গুরুদেবকে কিভাবে সবসময় খুশী রাখা সম্ভব' এ বিষয়ক আলোচনা চক্রে ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই অংশ নেন। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে সবরকম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল মানবের মধ্যে আসল ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আশ্রমকে যত বেশী সম্ভব কাজে লাগিয়ে গুরুদেবকে খুশী রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। মধ্যাহ্নভোজের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে সহজমার্গ অভ্যাসের উপর উত্থাপিত নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর শিক্ষকদের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ৬০ জন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সুদূর নান্দিয়াল ও নান্দিকোট্কুর থেকে এসেছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর সৎসঙ্গের পর 'বিক্রয় দলিল' নিবন্ধিকৃত হয়। এরপর তাঁরা নতুন স্থানে চলে যান যেখানে ২০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। কিছু তরুণ অভ্যাসীকে বক্তব্য রাখতে বলা হয়। পরে CiC ভ্রাঃ রবীন্দ্রনাথ, ZiC ভ্রাঃ গঙ্গাধর এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন তাঁদের বক্তব্য রাখেন। অভ্যাসীদের মহল্লা দ্রুত গড়ে তোলার জন্য গুরুদেবের নির্দেশিত পথ ভ্রাঃ দুরাই সকলের কাছে পেশ করেন। আশ্রমের কাছে একটা নিজস্ব সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেন। সৎসঙ্গের পর এই অধিবেশন শেষ হয়।

## সোলাপুর আশ্রম,মহারাষ্ট্র

ভিডিওর মাধ্যমে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২, গুরুদেব সোলাপুর আশ্রমের ধ্যানকক্ষের উদ্ঘাটন করেন। আক্কালকোট সড়কের উপর সোলাপুর আশ্রমের জন্য ১.৫ একর জমি নেওয়া হয়েছে, যা প্রধান শহর থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে। ৩৫০০ বর্গ ফুটের ধ্যানকক্ষ প্রায় ৮৫০ জন অভ্যাসীকে বসার স্থান দিতে পারে। নিম, পিপুল সহ প্রায় ৫০০ রকম ভিন্ন প্রজাতির গাছ–গাছালি যে সবুজ পরিবেশ রচনা করেছে তা দেখে গুরুদেব খুব খুশী। ভিডিও দেখার সময় গুরুদেব আশ্রমের বিষয়ে বিশদ খুঁটিনাটি জেনে নেন। স্মৃতির মণিকোঠা থেকে উল্লেখ করে গুরুদেব বলেন, ২৩ বছর আগে তিনি সোলাপুরে এসেছিলেন তখন তাঁকে টেলিফোনের টাওয়ার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে টেলিফোন অফিস থেকে ফোনে চেন্নাইতে পরিবারের সাথে কথা বলতে হয়েছিল। এই আশ্রমের জমি ঐ টাওয়ার থেকে ঠিক আধা কিলোমিটার দূরে। ভিডিও দেখার পর গুরুদেব আশ্রমকে পূণ্য বাবুজী মহারাজের চরণে উৎসর্গ করেন। এই পূণ্যক্ষণে উপস্থিত অভ্যাসীদের গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন।

## মোরাদাবাদ

ভ্রাঃ রাজকিশোরের তত্ত্বাবধানে গত ২৭ জানুয়ারী মোরাদাবাদ আশ্রমে ৪৮ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। চারটি অধিবেশনের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রথম অধিবেশনে আত্মসমীক্ষা ও আত্মজাগরণের উপর জোর দেওয়া হয়। আলোচনাকালীন গুরুদেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়কে স্পষ্ট করে উপস্থাপনা করা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ধ্যানের উপর গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়। এক্ষেত্রে 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য রাইটার ওয়ার্ল্ড' থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।

তৃতীয় অধিবেশনে মূলতঃ দলগত কাজের উপর আলোচনা করা হয়। অভ্যাসীদের দুজন করে একটা দল তৈরী করে তাদের কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয়, যাতে বাস্তবে দলগত কাজের অভিজ্ঞতার উপলব্ধি হয়। স্বল্প সময়ের চা–পানের বিরতির পর ভিডিও দেখানো হয় এবং তারপর আত্মসমীক্ষা করতে বলা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত প্রকাশ করেন।

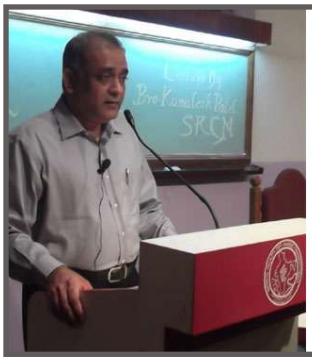

## ত্রিচি

৪ ফেব্রুয়ারী ত্রিচির ভারতীদশন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬০ জন স্নাতকোত্তর গবেষণাকারী, প্রযুক্তি অধিকর্তা এবং নানা বিভাগের শিক্ষকরা এতে অংশ নেন।

শ্রীমতি আন্না জয়সি অতিথিদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে SRCMএর সহ–সভাপতি ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে পরিচয় করিয়ে দেন। ভ্রাঃ কমলেশ তাঁর ভাষণে ধ্যানের গুরুত্ব ও এর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেন। এরপর অধিবেশন শেষ হলে, তিনি বেশ কিছু অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে কথাবর্তা বলেন। অনেকে এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১২ ফেব্রুয়ারী ত্রিচির ভারতীদশন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট–সায়েন্স্ বিভাগের প্রেক্ষাগৃহে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ জন ছাত্র, গবেষণাকারী, অধ্যাপক এবং মেরিন বায়োটেক্নোলজি ও মেরিন সায়েন্স্ এর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কেউ কেউ অনুশীলন শুরু করতে আগ্রহী হন।

## গোলা গোকরনাথ, উত্তরপ্রদেশ

গোলা গোকরনাথ কেন্দ্রে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ১১০ জন শিক্ষক এই কর্মশালায় যোগ দেন। ZiC ভ্রাঃ প্রভাত পুরো কার্যক্রমের তদারক করেন। ভঃ সুজাতা আত্মকেন্দ্রীকরণের নীতি ও প্রক্রিয়া'র উপর ভাষণ দেন। ভ্রাঃ পঙ্কজ 'আধুনিক সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা'র উপর আলোকপাত করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর ভ্রাঃ হেমরাজ 'আজকের সমাজে তরুণদের সমস্যা ও তার সমাধান'এর উপর আলোকপাত করেন। অধ্যাপকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা সকলের কাছে ব্যক্ত করেন। ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবীর হার্দ্দিক অবদান এই কর্মশালাকে সফল করে তোলে।

## কেরল সফর

যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই কেরল সফরে আসেন মূলতঃ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্ত আলোচনা চক্র ও আলোচনা সমাবেশে অংশ নিতে। ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছে তিনি ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী যথাক্রমে সৈনিক স্কুল ও ত্রিবান্দ্রম বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯ জানুয়ারী তিনি আত্তিঙ্গালে দুটি স্থানে ও কোলামের একটি সমাবেশে ভাষণ দেন। ২০ জানুয়ারী পাঠানামথিট্টায় আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দেন। ২১ জানুয়ারী কোট্টায়ামের KSEB, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কুমারনেলোর উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং সন্ধ্যায় কোচির শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভাষণ দেন। ২২ জানুয়ারী আলুভা আশ্রমে অভ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরে NSS উচ্চ বিদ্যালয়ে (পারাক্কাদাভু) আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া শ্রীনারায়ণ গুরু ইন্স্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স্ এন্ড টেক্নোলজি (কারুমালুর) এবং বিদ্যাধীরাজ বিদ্যাভবনেও (আলুভা) তিনি ভাষণ দেন।

২৩ জানুয়ারী লোবেলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সমাবেশ (নয়ারামবালাম) এবং ত্রিসুর আশ্রমে অভ্যাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও ২৪ জানুয়ারী তরুণদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আলোচনা করেন। আমবালুরে মতবিনিময় সমাবেশ সম্পন্ন করে সন্ধ্যায় পালাক্কাডে মুক্ত আলোচনা চক্রের জন্য রওনা হন। ২৫ জানুয়ারী মালাপ্পুরাম, কোজিকোড এবং ভাদাকারা কেন্দ্রে মুক্ত আলোচনা চক্রে যোগ দেন। শেষ মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জানুয়ারী পায়ান্নুরে।

এই অধিবেশনগুলিতে ভ্রাঃ দুরাই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজন এবং গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেও তা অনুশীলন করা সম্ভব তা উল্লেখ করেন। আধ্যাত্মিক জীবন এক মূল্যবোধের জীবন এবং সহজ মার্গে কিভাবে আধুনিক জীবনে নিজেকে সংস্কার মুক্ত করা যায় সে বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে প্রভেদ, ঈশ্বরের প্রকৃত ধারণা এবং নতুন মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা কি, সে বিষয়েও তিনি ছুঁয়ে যান। অভ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের অনেক সন্দেহের নিরসন হয়। ২৮ জানুয়ারী তিনি পায়ান্নুর থেকে চেন্নাই রওনা হন।

## গুজরাট জোনাল মিটিং (জোন ৬এ এবং ৬বি)

২৪ জানুয়ারী ভ্রাঃ সি. রাজাগোপালন আহ্মেদাবাদ পৌঁছান কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রশিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আহ্মেদাবাদ ও গান্ধীনগর কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সাথে আলোচনায় তিনি প্রশিক্ষকদের নিয়মিত সাধনা ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রশিক্ষকদের পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের জন্য ও নতুন অভ্যাসীদের মিশনের কাজে উৎসাহিত করতে অনুপ্রাণিত করেন।

২৫ জানুয়ারী ভ্রাঃ সি. রাজাগোপালন জোন ৬এর অন্তর্গত মেহ্সানা, পালানপুর, হিম্মারনগর, ভুজ এবং রাজকোট কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী ছোট কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাপকদের সাথেও দেখা করেন। পরদিন জোন ৬এ এবং ৬বি এর প্রশিক্ষকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে 'সাধনা ও প্রশিক্ষকদের কাজ'এর উপর প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন ছিল।

২৭ জানুয়ারী ভ্রাঃ রাজাগোপালন 'সাধনার গোড়ার কথা' ও 'সহজ মার্গের পরিচিতি' এর উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি নভসারী, বরোদা, ভারুচ, আঙ্ক্লেশ্বর ও সেলাম্বার প্রশিক্ষকদের সাথে দেখা করেন।

এই তিন দিনের অনুষ্ঠানে গুরুদেবের উপস্থিতি সকলেই অনুভব করেছিলেন। প্রত্যেকেই ভ্রাঃ রাজাগোপালনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মিশনের প্রগতির জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর হন।

## সাংকোল আশ্রম, উত্তরাখণ্ড

৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০১২, উত্তরাখণ্ড থেকে ৪৪ জন প্রশিক্ষক হিন্দীত এক প্রশিক্ষক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান ভঃ ছবি, ভঃ পুনম বাব্বার, ভঃ বিমলা শেওরন এবং ভ্রাঃ জিগ্নেশ পরিচালনা করেন।

গুরুদেবের উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভূত হওয়া ছাড়াও, প্রতেকের হৃদয় উন্মুক্ত হয়, ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয় এবং প্রত্যেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ হন প্রকৃত অভ্যাসী হওয়ার ও মিশনের কাজ করার, যাতে গুরুদেব খুশী হন। অনুষ্ঠানের প্রত্যেক পর্বের পরে কিছু অনুশীলনী ও প্র্যাক্টিক্যাল করান হয় যাতে অর্জিত দক্ষতার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। 'হুইস্পার .....' থেকে বাবুজি মহারাজের বার্তা ও আমাদের গুরুদেবের বিভিন্ন বক্তব্য প্রদর্শিত হয়। যেগুলির গভীর অর্থময়তায় নীরবে, নিবিষ্টে আত্মমগ্ন হয়ে পুনরায় সতেজ ও নব উদ্যম নিয়ে নিশ্চিত লক্ষ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতে হবে, আর তখনই হবে প্রশিক্ষকের কর্মের গভীরতার সম্যক উপলব্ধি।

## প্রশিক্ষক সম্মেলন, ত্রিচি

ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসনের তত্ত্বাবধানে ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারী ত্রিচি আশ্রমে এক প্রশিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩ জন প্রশিক্ষক ভারতবর্ষ থেকে ও আরও কিছু প্রশিক্ষক বাইরে থেকে এই আবাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যাপারেই গুরুদেব গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষকদের নিজেদের ও তাদের উপর বিশ্বসনীয় অভ্যাসীদের এক দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করার ব্যাপারে প্রশিক্ষকদের ভূমিকা। এছাড়া প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসীদের সাধনা।

গুরুদেব ২২ জানুয়ারী পৌঁছান। পরিকল্পনা অনুসারে অনুষ্ঠানে ছিল ভাষণ, দলগত আলোচনা, অন্তর্দর্শন, অভিনয়, সাধনা ও সৎসঙ্গ। ২৩ জানুয়ারী গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষকের কেমন হওয়া উচিত তার উপর বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক দিন কার্যক্রম শুরু হয় সৎসঙ্গ দিয়ে। ২৪ জানুয়ারীর মূল আলোচ্য ছিল সিটিং দেওয়ার সময় কেমনভাবে গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

২৫ জানুয়ারী ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষকদের কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে এক বক্তব্য রাখেন। একজন সহজ মার্গ কতটা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছে তার উপর ভ্রাঃ কৃষ্ণা ঐদিন সন্ধ্যায় ভাষণ দেন এবং পরে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। ২৬ জানুযারী গুরুদেবের সৎসঙ্গ ও ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। প্রত্যেক সন্ধ্যায় অভ্যাসীরা গুরুদেবের সঙ্গে সময় কাটান এবং জানকী ফার্মে নৈশভোজ করেন। এই কার্যক্রম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গভীরতর করেছিল এবং সকলে নবশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে তাদের প্রতি নির্দেশিত লক্ষ্য নিয়ে নিজ কর্মভার তুলে নিয়েছিল।

# যুব কার্যক্রম

## নাচিপালায়াম আশ্রম, কোয়েম্বাটোর

কোয়েম্বাটোর নাচিপালায়াম আশ্রমে ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত যুব অনুষ্ঠানে কোয়েম্বাটোর, পোল্লাচি ও পালানি থেকে ৩৮ জন যুবা অংশগ্রহণ করে। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর 'আইস ব্রেকিং সেশনে' অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরকে জানার সুযোগ পায়। এই অধিবেশনে লক্ষ্য, বিশ্ব পটভূমি, অভ্যাসের প্রতি মনোভাব, একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আত্মসমীক্ষা ও দলগত আলোচনা হয়। দলগত খেলা ও গান অংশগ্রহণকারীদের এক পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে।

'আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি সেবা' – এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ZiC ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও। CREST এর উপর এই কার্যক্রম যুবাদের অনুপ্রানিত করে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড্ থেকে বাবুজী মহারাজের বার্তা, গুরুদেবের ভাষণ ও যুবাদের প্রেরণাকারী ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

## যুব সেমিনার, পানভেল আশ্রম, মুম্বাই

২৬ ও ২৭ জানুয়ারী মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট থেকে একশোর বেশী অংশগ্রহণকারী পানভেল আশ্রম মুম্বাইতে সমবেত হয়। বিষয়বস্তু ছিল 'গুরুদেবের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা' এবং গুরুদেবের ভাষণ 'Becoming Visionaries' থেকে যুবকবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়ে একযোগে ও নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে।

NASA বাঁচাও খেলার কার্যকলাপ একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয় গুণাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সমস্ত যুবকেরা CREST এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল বা রিট্রিট্ সেন্টারে থাকার সুযোগ পেয়েছিল, তারা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে অন্যান্যদের এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

## ব্যাঙ্গালোর

১৮–২০ জানুয়ারী ব্যাঙ্গালোর CREST এ ৮২ জন যুবা অংশ নেয়। তাদের মধ্যে বেশীরভাগ এই প্রথমবার CREST এ এসেছে। CREST এর সময়সারণীতে অংশগ্রহণকারীরা ভোর চারটে পনের থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকে।

'আমাদের পরিবর্তনের জন্য আমাদের দ্বারাই আমাদের উপর কাজ' (ভ্রাঃ গোপালন), 'অসীম ক্ষমতার বীজ' (ভ্রাঃ ভদ্রেশ) এবং 'এক সিংহ পাঁচশো মেষের থেকে ভালো' (ভ্রাঃ ডঃ কৃষ্ণমূর্তি), এগুলোর উপর ভাষণ অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের চিন্তার অনেক রসদ যুগিয়েছিল।

মাটির জিনিস তৈরী করা ও ছবি তোলার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রকাশ করতে ও নতুনভাবে পারিপার্শিককে দেখতে শিখেছিল। তাদের দলগত কাজকর্ম ও গঠনমূলক চিন্তাধারা দেখার মত ছিল।

লাইব্রেরী সময়ে প্রত্যেক দলকে একটা করে বই দেওয়া হত, যেটার ব্যাপারে গুরুদেব বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক দলকে সেই বই পড়ে ও আলোচনা করে পরদিন বিকালের মধ্যেই এক উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হতে হত।

দশটা দলই তাদের বই এর মূল বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছিল। দেখার মত ছিল তাদের প্রবল উৎসাহ ও গভীরভাবে মিলেমিশে কাজ করা। অংশগ্রহণকারীরা এই সুযোগ পাওয়ার জন্য খুব খুশি ও তারা এটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

## আদালজ্ যোগাশ্রম, আহ্মেদাবাদ

৬ জানুয়ারী ২০১৩ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৪০ বছরের কম যুবকদের জন্য 'ধ্যানের মাধ্যমে জীবনে সন্তুলিত অবস্থান' এই বিষয়ের

উপর এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

ভ্রাঃ জিগ্নেশ শেলট প্রায় দু ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। দলগত আলোচনা ও সহজমার্গের প্রাথমিক বিষয়ের উপর আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের বিষয়। এই অনুষ্ঠান খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল এবং উদ্যোক্তাদের প্রত্যেক তিন মাসে এই ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য উৎসাহিত করেছিল

## যুব কার্যক্রম, আহ্মেদনগর

৩০ ডিসেম্বর ২০১২ আহ্মেদনগর কেন্দ্রে 'সতত স্মরণ' এই বিষয়ের উপর একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। ভজন ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ভ্রাঃ তাপস কুলকার্ণি ২০১২ সালে এই কেন্দ্রের কার্যকলাপের বিবরণ দেন। বাবুজী মহারাজের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ও মিশনের বই পড়তে অভ্যাসীদের উৎসাহিত করতে 'সত্য কন্ঠস্বর' এই বইটির উপর কুইজ্ প্রোগাম অনুষ্ঠিত হয়। ভাই. বোন ও শিশু এই তিনটি দলের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ফলে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। আগামী নববর্ষকে স্বাগত জানাতে কেক্ কাটা ও সতত স্মরণের উপর একটি ছোট নাটিকা দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

## বরোদা

বরোদা কেন্দ্রের যুবারা আশ্রমে বিভিন্ন চারাগাছ লাগিয়ে গণতন্ত্র দিবস পালন করে।প্রকৃতি আমাদের সবথেকে বড় বন্ধু যদি আমরা মর্যাদা দিই ও ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করি।

## প্রশিক্ষক সেমিনার. শাহজাহানপুর

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শাহজাহানপুর আশ্রমে ৩৮ জন প্রশিক্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। 'গ্রাউন্ডিং ইন প্র্যাকটিস্' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরদিন অংশগ্রহণকারীরা পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করে। বিষয়গুলি :

- কিভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে।
- কিভাবে কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি বাড়ানো যায়।
- কিভাবে গুরুদেবের সঙ্গে আত্মিক যোগ গভীরতর করতে অভ্যাসীকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা যায়।
- কিভাবে দক্ষ ও প্রবুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী তৈরী করা যায় এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো যায়।
- কেন্দ্রের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা।

দলগত আলোচনা. অভিজ্ঞতা ও ধারণা থেকে অভ্যাসীরা তাদের কেন্দ্রের ঘাটতি স্বীকার করে এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হতে চায়। অংশগ্রহণকারীদের উজ্জ্বল মুখগুলো তাদের অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করে এবং এর থেকে প্রমাণ হয় সমগ্র সেমিনার খুব সুন্দর পরিচালিত হয়েছেএবং সকলের দৃষ্টি উন্মুক্ত করেছে।

## নব নিযুক্তিকরণ

### সেন্টার ইন্ চার্জ

পাতিয়ালা, পাঞ্জাব – ভ্রাঃ অনিল বশিষ্ঠ
নভসারি, গুজরাট – ভ্রাঃ নীতিন নারানদাস হরিয়ানি
রাজকোট, গুজরাট – ভ্রাঃ সতীশ বলবনভ্রাই মেহেতা
ভাপি, গুজরাট – ভ্রাঃ প্রকাশ দয়ারাম প্যাটেল
ত্রিপ্রায়ার , কেরালা – ভ্রাঃ এস. জয়কুমার
বারাণসী, ইউ. পি. – ভঃ মায়া সিং
বিশাখাপট্নম, এপি– ভ্রাঃ কোলাচিনা সপ্তমুখুলু
লখ্নৌ, ইউ.পি – ভঃ প্রিয়দর্শিনী সাক্সেনা

### জোন্ ইন্ চার্জ

ওড়িশা – ভ্রাঃ গন্ধর্ব বেহেরা
মহারাষ্ট্র– পশ্চিম ও গোয়া – ডঃ সুভাষ বৈদ্য
মহারাষ্ট্র – সেন্ট্রাল– ভ্রাঃ অরুণ কুমার চৌহান
মহারাষ্ট্র – বিদর্ভা– ভ্রাঃ রাজেন্দ্রন রেথিনাম
মধ্যপ্রদেশ – (পশ্চিম)– ভ্রাঃ প্রভাকর দাস
মধ্যপ্রদেশ– (পূর্ব)– মেজর. জেনারেল. এ.এন. মুদ্রে
লখ্নৌ – আশ্রম ম্যানেজার– ভ্রাঃ ওম প্রকাশ গুলিয়া
ম্যানেজার, মালামপুঝা রিট্রিট সেন্টার – ভ্রাঃ কে চন্দ্রশেখরন নায়ার

# আলোয়ার আশ্রম, রাজস্থান

## জ্যোতির্কেন্দ্র

"তোমার উচিত তোমার আচার আচরণ গুরুদেবের মতো করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। যদি তিনি বিনম্র হন, তবে তুমিও স্বভাবে বিনম্র হবে আর তা থেকেই আসবে বিনম্রতা। যাঁকে তুমি শ্রদ্ধা করো ও ভালোবাসো বলে দাবি কর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তুমি তোমার চরিত্রের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।"

পি. রাজাগোপালাচারী, ৪ মে ১৯৯০, প্রিফেক্ট সেমিনার, সরিস্কা

রাজস্থানের সিংহদ্বার আলোয়ার আরাবল্লী পর্বতমালার পাদদেশে দিল্লী থেকে ১৬০ কিমি দক্ষিণে এবং জয়পুর থেকে ১৫০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। বংশ পরম্পরাগত উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য আলোয়ার প্রসিদ্ধ। ১৯৮৯ এ যখন ভ্রাঃ গোকুল গোস্বামী এখানে স্থানান্তরিত হন, তখন থেকে আলোয়ার কেন্দ্রের সূচনা। পরে ভ্রাঃ জে.পি দুবে ও তার পত্নী অভ্যাসী হন। কয়েক বছর ভ্রাঃ দুবের বাড়িতে সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। অক্টোবর ১৯৯৬ এ ভ্রাঃ দুবে প্রশিক্ষক হন। অভ্যাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় রবিবারের সৎসঙ্গ এক স্থানীয় স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই আশ্রম রাজস্থান জাতীয় সড়কের উপর আম্বেদকর নগর নামে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নত আবাসীয় কলোনীর মধ্যে অবস্থিত। শহরের পূর্ব দিকে রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ০.৪ কিমি ও বাস স্টপেজ থেকে মাত্র ০.৬ কিমি দূরত্বে।

৩ মে থেকে ৫ মে যখন সরিস্কা প্যালেস হোটেলে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তখন গুরুদেব প্রথম আলোয়ার পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয়বার ১৯–২০ অক্টোবর ১৯৯০, যখন রাজ্যস্তরে এক অনুষ্ঠান হয়। তাঁর পরিদর্শন আশ্রমের প্রভূত উন্নতি নিয়ে আসে এবং আজ এখনে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী।

২০৫১ বর্গ মিটার জমি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইউ.আই.টি (আলোয়ার) এর মাধ্যমে ৯৯ বছরের লীজ্ বেসিসে SRCMকে দেওয়া হয়। ১ নভেম্বর, ২০০৭এ লীজ্ ডীড রেজিস্ট্রি করেন আশ্রম সম্পাদক ভ্রাঃ উমা শঙ্কর।

২৮ জানুয়ারী ২০১০ গুরুদেব আশ্রমের ভিত্তি প্রস্তর উদ্ঘাটন করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত প্রায় ৫০০ অভ্যাসী নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তারপর থেকে এখানে অনেক উৎসব পালিত হয়। শুধু আলোয়ার নয় নিকটবর্তী রাজগড়, খয়েরথাল, কোটপুটলি, বান্দিকুই, মাহবা ও পিলবা কেন্দ্রের অভ্যাসীরা প্রেম ও ভক্তি সহযোগে উৎসব পালন করে।

এখন পর্যন্ত সবদিকে প্রাচীর নির্মিত হয়েছে, ২৬x৭৬ আয়তনের একটি হল ধ্যানকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ধ্যানকক্ষের সংলগ্ন গুরুদেবের কার্যালয়, রন্ধনশালা, তত্ত্বাবধায়ককারীর গৃহ, শৌচাগার ও স্নানাগার, একটি খননকূপ ও একটি নিমজ্জমান পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আশ্রমের ভিতরে ফুলগাছসহ সুন্দর লন্ ও চারপাশে বড় বড় বৃক্ষ সহ প্রাকৃতিক দৃশ্য ছবির মত সুন্দর। ভবিষ্যতে ৫০x৭০ বর্গফুটের এক ধ্যানকক্ষ বানানোর পরিকল্পনা আছে।

**To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org**
© 2013 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.